উড়ান

লেখকঃ কলি সান্যাল
যোগাযোগঃ sanyal.m@gmail.com
পরিচিতিঃ Koli is a student of English Literature, and likes reading and writing English and Bangla fiction and non-fiction. She grew up in Kolkata, and though now a migrant who lives far away, still considers that city to be her home. Koli's passion and scholarly interests are focused on women's rights, particularly in terms of literacy and education. She loves '70's Hindi and English music, Uttam Kumar and George Eliot, and hates cooking with a passion.

গতবছর পণ করেছিলাম এই বছর কিছু লিখব পালকি'র জন্য। তারপর হুড়মুড়িয়ে সময় কেটে গেল। অনেক কিছুই ঘটে গেল এই এক বছরে, কিছু বড়, কিছু দিন-কে-দিন-এর ছোটখাট ব্যাপার। সেদিন খেয়াল হল, এই রে, সময় তো পেরিয়ে যায়! তারপর দু'একজন বন্ধু নোটিশ পাঠাল, লেখা কই? গর্‌র্‌... তাই ভাবলাম, নাঃ, এইবার আদা-নুন খেয়ে লিখতেই হবে, নইলে এই বছরটাও ফুরিয়ে যাবে, আর আমার লেখা পয়লা বৈশাখের হিসেবের খাতাতে 'আনঅ্যাকাউন্টেড ফর' এক্সপেন্স-এর নামে চলে যাবে।

খাতা পেন নিয়ে বসলাম। কিন্তু কি লিখব? আজকে আমার অফ-ডে, চাকরি থেকে। সকাল বেলা উঠে তাড়াহুড়ো নেই, ট্রাফিক আর পুলিশ-এর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা নেই। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চা খেতে খেতে জানলা দিয়ে বাইরে দেখি, রোদ ঝলমল করছে, নীল আকাশ, মেঘ-এর ম-ও দেখা যাচ্ছে না। সেপ্টেম্বরের শুরু। এখানে ঠান্ডা পড়ছে আস্তে আস্তে। 'সামার সিজ্‌ন্‌' এর ঘোর এখনো কাটেনি, কিন্তু সন্ধ্যে হলেই ঝিঁঝি-পোকার গুঞ্জন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে; রাত হয়ে যায় রোজ আরো একটু তাড়াতাড়ি; আর সকাল বেলায় গাড়িতে হিমের প্রলেপ। শীত আসছে। উইন্টার সিজ্‌ন্‌। আর এক মাসের মধ্যে সামার সিজ্‌নের সব লক্ষণ মুছে যাবে। 'ফল' শুরু হয়ে যাবে। গাছগুলো সব মনের দুঃখে একটা একটা করে পাতা ফেলে দেবে, বিদায় দেবে নিজেকেই, এক এক করে। এ প্রকৃতির অদ্ভুত নিয়ম; বসন্তকাল এলে সবুজে সবুজ ভরে যাওয়া, শরৎকালে সব কিছু মুছে যাওয়া। সারা শীতকাল গাছগুলো নেড়া হয়ে থাকবে, নিঃস্ব হয়ে।

কিন্তু আমি নিঃস্ব হওয়া নিয়ে লিখব না। আমি লিখব শরৎকালের ঝলমলে রোদ্দুরের কথা, হাওয়ায় নেচে ওঠা সবুজ গাছের কথা, স্নিগ্ধ, নীল আকাশ আর ফুলকো সাদা মেঘের কথা। এখানেও বসে আমি ভাবতে পারি, আমার দেশের শরৎকালের কথা। মনের বইতে সেই পাতাতে যেতে পারি, যেখানে বাড়ির কাছে ফাঁকা মাঠে যতদূর চোখ যায়, কাশ ফুলের স্মৃতি আঁকা আছে। কাশ ফুলের কথা ভেবেই বুঝি, যে আমার নিজের জীবনের তিন দশকের মধ্যেই কত বদল দেখেছি। এখন তো জীবন একশ-দুশ বছর অন্তর বদলায় না। এখন জীবনের তেজ, জীবনের কাঠামো, বদলায় ক্ষণে ক্ষণে; মুহূর্তে মুহূর্তে, মাসে মাসে। যখন বছর দশেকের ছিলাম, কখনো ভেবেছিলাম, যে আর বছর কুড়ির মধ্যেই কাশ ফুল ব্যাপারটা হিস্টোরিকাল হয়ে যাবে? যদি জানতাম, কয়েকটা কাশ ফুল জমিয়ে রাখতাম। এখন তো বুঝিয়ে বলারও উপায় নেই, কাশ ফুল, আর কাশ ফুল ভরা মাঠ কি জিনিস, কেমন দেখতে, কি আনন্দ আনত সেই দৃশ্য। পথের পাঁচালীর দুর্গা আর অপু ট্রেন দেখে হাঁ হয়ে গেছিল, কিন্তু এখন গপ্প উল্টে গেছে। এখনকার ইলেকট্রনিকালি অ্যাকসেসরাইজ্‌ড্‌ দশ বছরের ছেলে মেয়েদের হাতে সেলফোন, কানে আইপড, কিন্তু তাদের কাশ ফুল ভরা মাঠ কেমন দেখতে, তা বোঝাবার উপায় নেই।

যাকগে। জীবনের এই নিয়ম। আমরা নিজেদের জীবন যে ভাবে উপলব্ধি করি, তা আর কেউ করতে পারে না, পরের (বা আগের) প্রজন্ম তো নয়ই। আমার বন্ধুর একাদশী বালিকা যেমন ভাবতেই পারে না কম্পিউটার-বিহীন জীবন, আমিও তেমন ভাবতে পারিনা সারাক্ষণ হাতে সেলফোন, আর চব্বিশ ঘন্টা টেক্সট-মেসেজিং করা। 'ম্যানুয়াল

ডেক্সটারিটি’ ব্যাপারটা এখন নতুন মানে নিয়েছে। এবং আমার সেই রকম ম্যানুয়াল ডেক্সটারিটি নেই, আর কোনদিন হবেই না। আমার জন্যে পুরোনো ধাঁচের খাতা-কলমই ভাল, আর কালির কলম হলে তো কথাই নেই।

তো এই হল গল্প। সকাল বেলা উঠে বাইরে তাকিয়ে দেখি ঝলমল করছে রোদ্দুর। বাঙ্গালী বলে কথা। এই রকম কাঁচা সোনালী রোদ্দুর, হাওয়ায় ঠান্ডা আঁচ, পুজোর কথা তো মনে হবেই। গত বছরের এই সময় আমি কলকাতায় ছিলাম। কাশ ফুল হয়তো আর নেই, কিন্তু কলকাতার শরতে মন ভরিয়ে নিয়েছিলাম। অবশ্য পুজো নিয়ে আমার একটা স্ট্যান্ডিং কমপ্লেন আছে। পুজোর একটা বড় দোষ – বড্ড তাড়াতাড়ি কেটে যায়। মা দুর্গার একটু নেগোশিয়েট করে উচিত ছিল – পাঁচ নয়, অন্তত দিন পনেরো বাপের বাড়ি থাকা। আরে, কোন ছার প্রবাসী আমরা পর্যন্ত অন্তত দু সপ্তাহের ছুটি নিয়ে দেশে যাই; আর সেই কবেকার কথা, গরুর গাড়ি ট্রাভেল সার্ভিস ছিল, তিন-চার মাস লাগত কৈলাস থেকে যাওয়া-আসা করতে, আর হাতে পেলেন পাঁচ দিন? কোনো মানে হয়?

যাকগে। কি আর করা। কি যেন বলছিলাম? ও, হ্যাঁ। গত বছরের এই সময় কলকাতার শরৎ উপভোগ করছিলাম। এই বছরে সেই ভাগ্য তো নেই, কিন্তু স্মৃতির বইতে সেই কাশ ফুলের পাতায় চলে যাওয়ার মতন দুর্গাপুজোর স্মৃতির পাতাতেও যেতে আমার বাধা নেই। মনে দুঃখ এই, যে টেকনোলজিকাল অ্যাডভান্সমেন্ট অনেক হয়েছে, কিন্তু এখনো ‘বীম মি আপ, স্কটি’ –তে পৌছয়নি। যেদিন হবে, কেল্লা ফতে। অফিস থেকে ছুটির দিন টুক করে ঘুরে আসব আমার কলকাতার বাড়িতে। চা খেয়ে আসব স্কুল-কলেজের বন্ধুদের সাথে। মাঝ-রাত্তিরে দেখে আসব, ম্যাডক্স স্কোয়ার-এর পুজোটা।

কিন্তু যতদিন না সেই ভাগ্য হচ্ছে, এইরকম কাঁচা সোনা ভরা শরৎকালের দিনে স্মৃতির পাতাতেই ঘোরাফেরা করতে হবে। সেই কুড়ি বছর আগে দেখা মাঠ ভরা কাশ ফুল, আর গত বছর ভোর-রাত্তিরে বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরা। পুজো আসছে। কলকাতার জন্য মন কাঁদে। যেতে তো পারব না। কিন্তু যাওয়া-আসা তো অনেক রকমের হয়। আছি অনেক দূরে, কিন্তু এই সোনালি রোদ্দুর তো সেখানেও পড়ছে; নীল আকাশে ফুলকো লুচি মেঘ তো সেখানেও খেলছে। এখান থেকে এক টুকরো মেঘের সঙ্গে আমার মনকেও ‘বীম মি আপ, স্কটি’ করে দেব। শরীর হয়তো সেখানে যেতে পারবে না, কিন্তু আমার মনকে আটকাবে, কার সাধ্যি?